

8929 - রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার হাকিকত

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রাসূলগণের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সেগুলো হচ্ছে- এক:

সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কওমের জন্য তাদের মধ্য হতে একজনকে রাসূল (বার্তাবাহক) করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত (উপাসনা) করার এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুই ইবাদতকে অস্বীকার করার দাওয়াত দেন। সকল রাসূল সত্যবাদী, সত্যায়নকারী, পুণ্যবান, সঠিক পথের দিশারী, তাকওয়াবান ও বিশ্বস্ত। আল্লাহ তাঁদেরকে যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করছেন তারা তা পরপূর্ণভাবে পট্টে দিয়ে দিচ্ছেন। কোন অংশ গোপন করেননি বা পরবির্তন করেননি। নজি থেকে কোন সংযোজন বা বয়োজন করেননি। “রাসূলগণের দায়িত্ব তে শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পট্টে দিয়ে দেয়া।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৩৫]

-এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, প্রথম রাসূল হতে শেষ রাসূল পর্যন্ত সকলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল একটাই- বিশ্বাস-শ্রণীয়, বচন-শ্রণীয় ও কর্ম-শ্রণীয় যাবতীয় ইবাদত বা উপাসনা শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্য পালন করা এবং অন্য সব উপাস্যকে অস্বীকার করা। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী- “আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করছি, তাকে এ আদেশই করছি যে- নই কোন উপাস্য আমি ব্যতীত; সুতরাং আমারই ইবাদত কর।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৫] এবং তাঁর বাণী “আপনার পূর্বে আমি যিসেব রাসূল প্রেরণ করছি, তাদেরকে জিজ্ঞাসে করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আমি কিকোন উপাস্য স্থির করেছিলাম ইবাদতের জন্যে?”[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৪৫]। এগুলো ছাড়াও আরও অনেকে আয়াতে কারীমা রয়েছে।

কিন্তু অবশ্য পালনীয় আমল (ফরজ) ও আইন-কানুন এক রাসূল থেকে অন্য রাসূলরাে ভিন্ন হতে পারে। এক রাসূলের উম্মতের উপর যে নামায-রোজা ফরজ করা হয়েছে অন্য রাসূলের উম্মতের উপরে সেসেব হয়তো ফরজ করা হয়নি। এক

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রাসূলরে উম্মতরে উপরে যে বিষয়গুলো হারাম করা হয়েছে অন্য রাসূলরে উম্মতরে জন্য সসেব বিষয় হয়তো হালাল করা হয়েছে- আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ। যেনে আল্লাহ যাচাই করে নতি পারনে “তমোমাদরে মধ্য কের্মে উত্তম”। এর পক্ষ দললি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী- “আমি তমোমাদরে প্রত্যেকেকে একটি শরিআ ও মনিহাজ (আইন ও পথ) দিয়েছি।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অর্থাৎ- পথ ও আদর্শ (দিয়েছি)। মুজাহিদ, ইকরমাসহ মুফাসসরিদরে আরো অনেকে একই রকম মত দিয়েছেন। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নবীরা হচ্ছেন- বমোতরয়ে ভাইয়ের মত। তাদরে মা আলাদা আলাদা; কনিতু ধর্ম অভিন্ন।” অর্থাৎ সকল নবীর মূল ধর্মবিশ্বাস এক। সটো হচ্ছে- তাওহীদ। যে তাওহীদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা সকল রাসূলকে প্রেরণ করছেন এবং সকল কতিব উল্লেখ করছেন। কনিতু আদশে-নষিধে বা হালাল-হারামরে কষতেরে প্রত্যকেরাসূলরে শরয়িত (অনুশাসন) ভিন্ন ভিন্ন। কারণ বমোতরয়ে ভাইদের পতি এক, কনিতু মা ভিন্ন হয়ে থাকে। -যে ব্যক্তিকোন একজন রাসূলরে রাসূলত্বকে অস্বীকার করল সে যেনে সকল রাসূলকে অস্বীকার করল। “নূহরে সম্প্রদায় রাসূলগণকে মথিয়ারপেপ করেছে।”[সূরা শূআরা, আয়াত: ১০৫] এ আয়াতআল্লাহ তাআলা বলছেন, নূহরে সম্প্রদায় সকল রাসূলকে অস্বীকার করেছে। অথচ তারা যে সময়ে নূহ (আলাইহিস সালাম) কে মথিয়া প্রতাপিন্ন করছেলি তখন পর্যন্ত নূহ আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কোন রাসূল প্রেরিত হননি। দুই:

রাসূলদের মধ্যে যাদের নাম আমরা জানতে পরেছে তাদরে নামসমূহরে প্রতি ঈমান আনা। যমেন- মুহাম্মদ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা, নূহ (আলাইহিমুস সালাম)। আর যাদের নাম জানা যায়নি তাদরে প্রতি এজমালভাবে ঈমান আনা। যমেন কুরআনে এসছে- “রসূল বিশ্বাস রাখনে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফরেশেতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহরে প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণরে প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করনি। তারা বলে, আমরা শুনছি এবং কবুল করছি। আমরা তমোমার কষমা চাই, হে আমাদরে পালনকর্তা। তমোমারই দকি প্রত্যাভর্তন করত হবে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: “আমি আপনার পূর্বে অনেকে রসূল প্রেরণ করছি, তাদরে কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে ববিত করছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে ববিত করনি।”[সূরা গাফরে, আয়াত: ৭৮]

আমরা আরও ঈমান রাখি যে, সর্বশেষে রাসূল হচ্ছেন- আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে আর কোন নবী নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মুহাম্মদ তমোমাদরে কোন ব্যক্তির পতি নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষে নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০] সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রাঃ) কে খলফার দায়িত্বে রেখে তাবুক অভিযানে বের হন। তখন আলী (রাঃ) বলেন: আপনিকী আমাকে নারী ও শিশুদের (দুর্বলদের) দায়িত্বশীল বানালনে!! তখন নবী

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: মুসা (আঃ) এর প্রতিনিধি হিসেবে হাবুন (আঃ) যে মর্যাদা পেয়েছেন আমার প্রতিনিধি হিসেবে তুমি সই মর্যাদা পেয়ে কিস্তি নও!! তবে আমার পরে কোন নবী নাই।” আল্লাহ তাআলা অন্য নবীদরে উপর আমাদের নবীকে বেশে কিছু বিশেষত্ব দিয়েছেন। যমেন- ১. আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমস্ত জিনি ও ইনসান এর নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী নবীগণ শুধু তাঁদের কওমের নিকট প্রেরিত হত।

২. একমাসের সম পরিমাণ দূরত্বে অবস্থানরত শত্রুর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করতেন।

৩. সমস্ত জমিনকে তাঁর জন্য সজিদার স্থান ও পবিত্র করা হয়েছে।

৪. তাঁর জন্য গণমিতরে মাল খাওয়া হালাল করা হয়েছে; অথচ তাঁর পূর্বে কারো জন্য তা হালাল ছিল না।

৫. মহা শাফায়াত।

এগুলো ছাড়াও আরও অনেকে বিশেষত্ব আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন। তিনি:

সত্য সংবাদে ভিত্তিতে তাদের ব্যাপারে যা কিছু জানা যায় সগুণের প্রতি ঈমান রাখা।

চার:

আমাদের নিকট যে রাসূল প্রেরিত হয়েছে তাঁর শরিয়তের আলোককে আমল করা। তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যিনি সকল মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিরক বলবে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নবে।”[সূরা নসি, আয়াত: ৬৫]

জনে রাখুন, রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার বেশে কিছু ভাল ফলাফল রয়েছে। যমেন- ১. বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ও গুরুত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করা। যেহেতু বান্দাকে সরল-সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য এবং ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ রাসূল পাঠিয়েছেন। এককভাবে মানব-মস্তিষ্ককে পক্ষে যা উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর ছিল না।

২. এই নয়োমতের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

৩. রাসূলগণকে ভালবাসা, তাঁদেরকে সম্মান করা, যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে তাঁদের প্রশংসা করা। যহেতেু তাঁরা আল্লাহর রাসূল, তাঁরা তাঁর ইবাদত করছেন, তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন এবং উম্মতকে সৎ পরামর্শ দিচ্ছেন।

(দখেুন আলামুস সুন্নাহ আল-মানশুরা, পৃষ্ঠা ৯৭-১০২ ও শারহুল উসুল আস্ ছালাসা, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬)